টাটার কারখানা থেকে পশ্চিম বাংলার কী লাভ?

দীপাঞ্জন রায় চৌধুরী

রাজনীতি এবং আবেগে উত্তপ্ত পশ্চিম বাংলায় আজ সিঙ্গুরে টাটাদের কারখানা সম্পর্কে সাদা চোখে কিছু দেখাই মুস্কিল। যে বিষয় নিয়ে আশ্বিনের ঝড়ের মেঘ জড়ো হয়েছে, তার একটি প্রশ্ন ঠাণ্ডা মাথায় আলোচনায় অবশ্যই ওঠার কথা। কিন্তু সরাসরি তুলতে অনেকে ইতস্তত করছেন। প্রশ্নটি, টাটার কারখানা থেকে পশ্চিম বাংলার কী লাভ? অথচ দেখা যাবে এই প্রশ্নের উত্তর পাওয়ার জন্য দরকারী যাবতীয় তথ্য হাতের কাছেই আছে।

<u>টাটাদের সিঙ্গুর প্রকল্পের ফলে নীট কর্মসংস্থান শূন্য</u>

বলা হচ্ছে ১৫ হাজার কোটি টাকার বিনিয়োগ হবে, যার ৫ হাজার কোটি করবে যন্ত্রাংশ সরবরাহকারীরা। সরকারের ভাব খানা, আর কী বলব? এত বিনিয়োগ মানেই রাজ্যে লাভের লুটোপুটি।

কিন্তু কোম্পানির কাগজ খেয়ে পেট ভরে না, ক্ষুণ্ণিবৃত্তির জন্য চাই ফসল অথবা বেতন বা মজুরি। জমিদার না হলে, ফসলের ভাগ পেতে হলে চাষ বা অন্ততঃ ভাগ চাষ করতে হবে, বেতন বা মজুরির জন্য চাই কর্মসংস্থান।

এই বিনিয়োগ করে ক'টা চাকরি হবে? কেউ জানে না। ব্যবসার গোপন তথ্য ফাঁস করা যাবে না বলেছেন মন্ত্রীরা। আন্দাজ? পিম্প্রিতে টাটাদের ইণ্ডিকা গাড়ির কারখানা, সেখানে আছেন ৩০০ জন কর্মী। সিঙ্গুরে আর কত বেশি হবে? ১ হাজার? ১০ হাজার কোটি টাকায় ১ হাজার চাকরি। বাকি ৫ হাজারে সরবরাহকারীরা কত চাকরি দেবে? আর আশে পাশে না কি আরও কত কী গড়ে উঠবে? বাম ফ্রন্টের ভূতপূর্ব অর্থমন্ত্রী অশোক মিত্র বলছেন সব মিলিয়ে ১০ হাজার লোক কাজ পাবেন। বেশ। সিঙ্গুরে ৯৯৭ একর উর্বর (কোথাও কোথাও তিন ফসলী, মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন এটা আগে জানতেন না) চাষের জমিতে কংক্রীট ঢালাই হল। পাঁচ মৌজার কৃষি উঠে গেল। কত লোক কাজ হারালেন?

সরকারী তথ্য ঘেঁটে 'সংহতি উদ্যোগ' জেনেছেন ক্ষেতমজুর আছেন ১২২৪ জন, শ্রমজীবী চাষী (কাল্টিভেটর) ১৩২০ জন, নথিভুক্ত বর্গাদার ২৭৫ জন (এ ছাড়া 'সংহতি উদ্যোগ'এর আন্দাজ মতো ১২০০ অনথিভুক্ত বর্গাদার), গৃহশিল্পে নিযুক্ত ৬৯১ জন, পশুপালনে ২০০ জন, সব্জি ফিরি করেন ১৫০ জন, সব্জি বহন করেন ৪৫০-৫০০ জন রিক্সাচালক। এঁদের কারও রুজি অটুট থাকবে না আছে?

আসলে সরকারী হিসাব অনুসারে যে ৭৭১০ জন মূল শ্রমজীবী + ১০৩৪ জন প্রান্তিক শ্রমজীবী = ৮৭৪৪ জন শ্রমজীবী আছেন এই শাপগ্রস্ত পাঁচ মৌজায় তাঁদের সকলেই নিজের রুজি থেকে অপসৃত হবেন, হয়েছেন।

এ ছাড়া প্রতি দিন ট্রেনে কিছুদূরের দরিদ্রতর এলাকা থেকে ১০০০ 'গাড়ির কিষেণ' এখানে মজুরি করতে আসতেন। মরশুমে মজুরিতে নাবাল খাটতে আসতেন ৮০০ ঝাড়খণ্ডি মানুষ (তিন মাস থাকেন ধরলে বছরভরের জন্য ২০০ই ধরলাম)। শেষ? আরে রতনপুরের হিমঘরে ৫০০০ মজুর বাইরে থেকে কাজ করতে আসেন। এই হিমঘরটা কি আর থাকবে পাঁচ মৌজার ফসল ওঠা বন্ধ হয়ে গেলে?

বৃন্দা কারাটও হিসাব করেছেন। বৃন্দাজীর হিসাবে মাত্র ১৩২০ জন ক্ষেতমজুর কাজ হারাবেন। কিন্তু বৃন্দাজি উল্লেখ করেছেন (হিসাবে ধরেন নি) আরও ৮৪০০ জন শ্রমজীবী মানুষের কথা । এই ৯৭২০ জন শ্রমজীবী মানুষ সকলেই রুজি হারাবেন। বৃন্দাজী 'গাড়ির কিষেণ', মরশুমি মজুর, রতনপুরের মজুর এঁদের ধরেন নি।

সন্দেহ নেই ১০ হাজার মানুষ জীবিকা হারালেন। তা হলে টাটার সিঙ্গুর প্রকল্পে নীট কর্মসংস্থান শূন্য।

<u>সিঙ্গুর কারখানায় হুগলির বেকারদের কাজ নেই, রাজ্যের বেকারদের?</u>

কারা কাজ পাচ্ছেন? টাটা মোটরস হুগলি জেলার কোনও এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জে কর্মখালির বিজ্ঞপ্তি পাঠান নি। জেলার বেকার যুবক যুবতী তা হলে কি টাটার ন্যানো কারখানায় কাজ পাবেন না? রাজ্যের বেকার যুবক যুবতী? অন্য রাজ্যের মানুষ কাজ পান তাতে পশ্চিম বাংলার মানুষ কোনও দিন আপত্তি করেন নি। আমাকে প্রশ্ন করলেও বলব গরিব দেশ, দেশের মধ্যে কেউ কাজটা পেলেই হল। কিন্তু সরকার এই যে চেঁচাচ্ছেন টাটার মোটর কারখানা থেকে সিঙ্গুরের চার পাশের মায় পশ্চিম বাংলার বেকার যুবক যুবতীর কর্ম সংস্থান হবে, মিথ্যা কথাটা বলা বন্ধ করুন। আর নইলে টাটাকে বলুন জেলার এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জে কর্মখালির বিজ্ঞপ্তি পাঠাতে।

<u>টাটারা কর দেবে না , সরকার দেবে উপঢৌকন</u>

আর এক ভাবে রাজ্যের লাভ হতে পারত -- যদি টাটারা কর দিত, সরকার সেটা উন্নয়নে ব্যবহার করতে পারতেন।

কর? উলটে সরকার আমার আপনার দেওয়া করের টাকা থেকে টাটাদের ৮০০ কোটি টাকার বেশি উপঢৌকন দিয়েছেন। হিসাবটা অশোক মিত্র মহাশয়ের। টাটাদের সঙ্গে যে চুক্তি বিধান সভায় পড়ে দেওয়া হল, দেখা যাচ্ছে তার তথ্যগুলিই তিনি ব্যবহার করেছিলেন। ১৫০ কোটি টাকা ক্ষতিপূরণ দিয়ে সরকার যে জমি অধিগ্রহণ করেছেন, টাটারা তা ভোগ করার জন্য ৯০ বছরের লীজ নিয়েছে, প্রথম ৫ বছরে দেবে ১ কোটি টাকা, এর পরের ২৫ বছর ধরে প্রতি ৫ বছর পর পর দেয় পরিমাণ বাড়বে শতকরা ২৫% হারে, তার পরের ৩০ বছর প্রতি ৫ বছর পর পর বাড়বে শতকরা ৩৩% হারে, তার পর দিতে হবে বছরে ২০ কোটি করে। মূল্যবৃদ্ধি ও জমির দামের ঊর্ধ্বগতি ধরে আজকের দামে ডিস্কাউন্ট করে নিয়ে এলে দাঁড়াবে ৫০ কোটি টাকা। ১০০ কোটি টাকা বেঁচে গেল টাটাদের (মানে আমরা দিলাম)। এ ছাড়া লীজ চালু করার সময়ে এক পয়সা ক্যাশ লাগল না।
তার পর ২০০ কোটি টাকার একটা ঋণের বন্দোবস্ত করে দিয়েছে সরকার, শতকরা ১% হারে সুদ (যে কোনও ব্যাংকে আপনাকে দিতে হবে অন্ততঃ শতকরা ১০% হারে)। আসল বোধ হয় মাপ। গল্প চলছে।

প্রথম ১০ বছরের 'ভ্যাট' কর ফেরৎ, শতকরা ১% সুদে। বছরে ৪০ হাজার গাড়ি আর শতকরা ১২.৫% হারে 'ভ্যাট' ধরলে টাটাদের ৫০০ কোটি টাকার কর মাপ হল। আরও ১৭০ কোটি টাকার নিকাশী ব্যবস্থা হবে যাতে কারখানায় জল জমতে না পারে। জল আর বিদ্যুতের ব্যবহার বিনামূল্যে।

যা চাকরি হবে আর যত মানুষ জীবিকা হারালেন হিসাব করলে নীট কর্মসংস্থান একটিও হবে না। যে চাকরি হচ্ছে তাতে জেলার ও সম্ভবতঃ রাজ্যের এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জে নাম লেখানো বেকার যুবক যুবতীর কোনও ডাক হবে না। সরকার কর তো নেবেই না, কোটি কোটি টাকা টাটাদের গ্যাবার্ডিন সুটের পকেটে হস্তান্তর করছে আমাদের ছেঁড়া পাঞ্জাবির পকেট থেকে। স্বভাবতই বলতে হবে টাটাদের কারখানা থেকে পশ্চিম বাংলার কোনও লাভ নেই।

টাটারা ভবিষ্যৎ নয়, ভবিষ্যৎ অন্যত্র

আসলে বৃহৎ কর্পোরেট পুঁজি শ্রম বাবদ খরচা কমানোর জন্য চূড়ান্তভাবে বিনিয়োগ নির্ভর, কোটি টাকাতেও একটা চাকরি হয় না। পশ্চিম বাংলায় প্রতি বছর ১২ লক্ষ নতুন কর্ম প্রার্থীর প্রবেশ ঘটছে। কয়েক হাজার চাকরি দিয়ে কী হবে? আমাদের রাজ্যের বেকার সমস্যা সমাধানে বড় কর্পোরেট পুজির উপর নির্ভরতাই বোকামি। একেবারে অন্য রকমের উন্নয়নের কথা ভাবতে হবে যেখানে কর্ম সংস্থান আসবে আগে।
জোর দিতে হবে ছোট শিল্পে যেখানে বিনিয়োগের একক পিছু অনেক বেশি চাকরি। এই ক্ষেত্রে ১৯৯০-৯১ থেকে ২০০০-০১ সালের মধ্যে কোটি টাকা বিনিয়োগে গড়ে হয়েছে ১৫০ নতুন চাকরি।
মুখ্যমন্ত্রী আর শিল্পমন্ত্রী যতই বলুন কৃষিতে আর উন্নতি সম্ভব নয়, পঞ্চায়েত ভোটের সময় তাঁদের দল বলতে বাধ্য হয়েছে গ্রামাঞ্চলে ২০ হাজার কোটি টাকার বেশি একটা বাজার লুকিয়ে আছে।
যদি ১০০ দিনের কাজ (যা এখন ১৮ দিনের বেশি হচ্ছে না) চালু হয় তা হলে এই অভ্যন্তরীণ বাজার ফুলে ফেঁপে উঠবে। এই চাহিদাই নতুন বাংলা গড়ার চালিকা শক্তি জোগাবে। কর্পোরেট পুঁজির পিছনে ছুটলে তাদের বায়নাক্কা মেটাতে মানুষের সঙ্গে সংঘাত অনিবার্য, আর হাতে আসবে কী? চাকরি নয়, শুখা বিনিয়োগ, বাণিজ্য সভাগুলির ফাঁপা অভিনন্দন।